[redacted]

‘‘[redacted], [redacted] [redacted] [redacted]

দগ্ধ সেই দিনমজুরের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে আগুন পোহাতে গিয়ে দগ্ধ দিনজমুর শাহাদুল ইসলাম (৫০) মারা গেছেন। আজ শনিবার (২০ জানুয়ারি) ভোরে ঢাকা মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তার মৃত্যু হয়।

শাহাদুল ইসলাম কল্যাণপুর গ্রামের তৈমুদ্দীনের ছেলে।গত বুধবার রাত ৯টার দিকে শীত নিবারণের জন্য বাড়ির পাশে আগুন পোহাচ্ছিলেন শাহাদুলসহ কয়েকজন প্রতিবেশী। হঠাৎ আগুন পোশাকে লেগে তার শরীরের অর্ধেক অংশ দগ্ধ হয়। প্রতিবেশীরা তাকে দ্রুত গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পরে ঢাকা মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, শাহাদুলের শরীরের অর্ধেক দগ্ধ হয়েছিল।

মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে স্থানীয় ইউপি সদস্য কাওছার আলী জানান, তার শরীরের অর্ধেক অংশ পুড়ে যাওয়ায় চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়া হয়েছিল। মরদেহ বাড়িতে আনার প্রক্রিয়া চলছে।

গাংনীতে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যকে বরণ

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য আবু সালে মোহাম্মদ নাজমুল হক (সাগর) কে বরণ অননুষ্ঠানে প্রধাান অতিথির বক্তব্যে এএসএম নাজমুল হক সাগর বলেন, আওয়ামীলীগ মুক্তিযুদ্ধের ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দল। আওয়ামীলীগ মুক্তিযুদ্ধ হৃদয়ে ধারণ করে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শেখ হাসিনার নির্দেশ ছিল অংশগ্রহণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর সেই নির্দেশ পালন করার জন্য ভোটারদের ধন্যবাদ দেন তিনি। গাংনীর মানুষকে সব ধরনের সহযোগিতা করার জন্য প্রশাসনকে অনুরোধ করেন তিনি। গাংনীর উন্নয়নে তরুন প্রজন্ম ও

প্রবীণদের চাওয়ার আলাদা ধরণ রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সেক্ষেত্রে তরুন ও প্রবীণদের সমন্বয় করা হবে।

তিনি বলেন, ভোটাররা যেনো মনে কষ্ট না পাই রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসনকে সেদিকে লক্ষ রাখার অনুরোধ করেন এমপি নাজমুল হক সাগর। কর্মকর্তাদের নিজেদের শাসক না মনে করে জনগণকে ভাই মনে করে সেবা দেওয়ার আহবান জানান তিনি। সেক্ষেত্রে কর্মকর্তাদেরকে সাধারণ জনগণের সাথে মেশার আহবান জানান। জনগণের শুধু মুখের ভাষা নয়, তাদের বডি ল্যাংগুয়েজ বুঝে কাজ করার আহবান জানান। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার জন্য সবাইকে এক সাথে কাজ করার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, তরুণ প্রজন্মকে খারাপ নজর থেকে বাঁচিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে।



তিনি বলেন, গাংনীর পরিবর্তনে সবাইকে কাজ করতে হবে। দেশ ও সমাজকে বদলাতে হবে। রাস্তা ঘাটের উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজ পরিবর্তন করতে হবে। আর আমাদের সামনে মুল চ্যালেঞ্জই হবে সমাজ পরিবর্তন। আগামীতে গাংনী উপজেলার মাঠের রাস্তাগুলির, কৃষকদের উৎপাদিত ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত, কৃষি অবকাঠামোর উন্নয়ন ও কৃষির উন্নয়ন, স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে কাজ করাই হবে জনপ্রনিধিদের কাজ।

আগামি তিন মাসের মধ্যে গাংনীর ৪ ইনিয়ন সাব সেন্টারগুলো চালু করা, শিক্ষা ক্ষাতের উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়ার আশ্বাস দেন। প্রশাসনের উপর নির্ভর না করে মাদক, জুয়া ও সুদমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তরুণ সমাজকে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কাজে যুক্ত করতে হবে। যাতে এই তরুণ সমাজ খারাপ কাজে পা বাড়াতে না পারে সেদিকে নজর দেওয়ার আশ্বাস দেন।

গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তী কাজিপুরে নতুন করে মুক্তিযুদ্ধা কমপ্লেক্স তৈরী করার ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধাদের উন্নয়নে কাজ করা হবে।

নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাগত বক্তব্যে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফবসার (ইউএনও) প্রীতম সাহা বলেন সকলে মিলে একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহি, জনবান্ধব, স্মার্ট আধুনিক ও উন্নত গাংনী গড়ে তুলতে হবে। মাদক, ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ, দুর্ণীতিমুক্ত এবং স্বচ্ছ গাংনী উপজেলা হিসেবে গড়ে তুলতে সবাইকে এক সাথে কাজ করতে হবে।

তিনি বলেন, এই উপজেলার কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ সকল খাতকে একটি উচ্চ মর্যাদাশীল পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য শুভ সুচনার কথা ও আইন শৃঙ্খলা ভাল রাখতে সকলে মিলে এক সাথে কাজ করার অঙ্গীকার করেন তিনি।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাংনী উপজেলার মানুষ উৎসবমুখর পরিবেশে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট প্রদান করাই গাংনী উপজেলার মানুষকে অভিনন্দন জানান প্রীতম সাহা।

দলিল জাল করার অপরাধে মেহেরপুরে একজনের কারাদন্ড

দলিল জাল করার অপরাধে মেহেরপুরে আশরাফুল আলম নামের একজনকে ২ মাসের কারাদন্ড প্রদান করেছে ভ্রামমান আদালত। দণ্ডিত আশরাফুল আলম মেহেরপুর সদর উপজেলার বলিয়ারপুর গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৮ জানুয়ারি) দুপুরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সরকারি কমিশনার (ভূমি) মাজহারুল ইসলামের ভ্রামমান আদালত এ কারাদন্ডাদেশ প্রদান করেন ।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাজহারুল ইসলাম জানান, আশরাফুল আলম মেহেরপুর সদর উপজেলার দরবেশপুর মৌজার একটি দাগে চুয়াডাঙ্গা থেকে জাল দলিল তৈরি করেন। দলিল নং ৩২৬৭/২২ । পরে ঐ জাল দলিলটি নিয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলা ভূমি অফিসে নাম খারিজ করতে আসেন। সাব-রেজিস্টারের সাক্ষর দেখে সন্দেহ হলে, দলিলটি

যাচাই-বাছাই করা হয়। যাচাই-বাছাই শেষে জানতে পারি আশরাফুলের দাখিলকৃত দলিলটি জাল।

আজ আশরাফুলের নাম খারিজের শুনানি ছিলো। জেরার মুখে সে তার অপরাধ স্বীকার করলে, ভ্রামমান আদালত বসিয়ে দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ২৯১ ধারায় ২ মাসের কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

জামিন পেলেন মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস

নির্বাচন পরবর্তি সহিংসতা মামলার জেরে ৮ দিন কারাভোগের পর জামিনে মুক্তি পেলেন মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস।

আজ মেহেরপুরের জেলা ও দায়রা জজ আদালতে জামিন চেয়ে আবেদন করলে আদালতের বিচারক মো: আব্দুর রহমান সরদার তাঁকে সহ দুজনের জামিন মঞ্জুর করেন। জামিনপ্রাপ্ত অন্যজন হলেন- মুজিবনগরের আনন্দবাস গ্রামের মামুন অর রশিদ।

জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসের আইনজীবী মিয়াজান আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেন। জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসের পক্ষে আরও আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন খ ম হারন বিন ইমতিয়াজ জুয়েল, কামরুল হাসান। সরকার পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর কাজী শহিদুল হক আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

জানা গেছে, গত ৮ জানুয়ারি সোমবার রাতে নৌকার সমর্থকরা আনন্দ মিছিলকে করে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জিয়া উদ্দিনবিশ্বাসের বাড়ির সামনে গিয়ে উস্কানিমূলক শ্লোগান দেয়। এসময় উভয় পক্ষের কর্মিদের সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি হলে এতে উভয় পক্ষের ২১ জন কর্মি সমর্থক আহত হয়। পরে মুজিবনগর থানা পুলিশ গিয়ে সেখানা ফাকা ৮

রাউন্ড গুলি ছুড়ে দু-পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় নৌকার সমর্থক আলতাফ হোসেন বাদি হয়ে মুজিবনগর থানায় জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দীন বিশ্বাসকে প্রধান আসামী করে ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

গত ১০ জানুয়ারি মুজিবনগরের আমলি আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস। আদালত তার জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠায়।

গাংনীতে আগুন পোহাতে গিয়ে দিনমুজুর অগ্নিদগ্ধ

মেহেরপুরের গাংনীতে আগুন পোহাতে গিয়ে শাহাদুল ইসলাম(৫০) নামের এক দিনমজুর অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। গতকাল বুধবার রাত নয়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। সাহাদুল ইসলাম উপজেলার কল্যানপুর গ্রামের মৃত তৈমদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, তীব্র শীতের শরীরে তাপ নেওয়ার জন্য আগুন জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করে সাহাদুল। এসময়ে শরীরে থাকা পোশাকে অসাধানবশত আগুন লেগে যায় । স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ নিয়ে আসে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক সুমাইয়া শারমিন জানান, সাহাদুল ইসলামের শরীরের ৫০ শতাংশ পুড়ে গেছে।উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কোন বার্ন ইউনিট না থাকায় উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেলে রেফার্ড করা হয়েছে।

তাপমাত্রা ৯.৮ ডিগ্রী, তবুও খোলা মেহেরপুরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মেহেরপুরে গত এক সপ্তাহ ধরে চলছে মৃদু শৈত প্রবাহ। কনকনে ঠান্ডা ও হিমেল হাওয়াতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বুধবার দুপুর পৌনে তিনটা পর্যন্ত সূর্যের দেখাও মেলেনি। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বের হচ্ছে না সাধারণ মানুষ। বিদ্যালয়গামী কোমলমতি শিক্ষার্থীরাও পড়েছে বিপাকে।

আজ বুধবার (১৭ জানুয়ারি) চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে সকাল ৬ টা ও ৯ টার সময় মেহেরপুর জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাপমাত্রা বিচারে এটা মৃদু শৈত্যপ্রবাহ।

শৈতপ্রবাহ ও তাপমাত্রার ১০ ডিগ্রির নিচে নামলে স্কুল-কলেজ ও প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখার নির্দেশনা রয়েছে মন্ত্রণালয়ের। তবে এ নির্দেশনা মানা হয়নি মেহেরপুর জেলায়। প্রজ্ঞাপনে অস্পষ্টতা, জেলাতে অবহাওয়া অফিস না থাকা এবং মোবাইল এপ্সের উপর নির্ভরতা এর প্রধান কারণ বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) গত ১৬ জানুয়ারী মঙ্গলবার বলেছিল, যেসব জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামবে, সেসব জেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রাখা হবে। আবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (বিদ্যালয়-২) মোহাম্মদ কবির উদ্দীনের স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে কোনো জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যদি ১০ ডিগ্রির নিচে নামে, সেক্ষেত্রে সেই জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখা হবে বলে নির্দেশনা দেওয়া হয়। তবে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা থাকলেও বন্ধ হয়নি মেহেরপুরের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা ছিল। এমনকি চলেছে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও। মেহেরপুরে আবহাওয়া অফিস না থাকাতে মোবাইল অ্যাপসে প্রদর্শিত তাপমাত্রার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ায় এই অবস্থা ঘটেছে বলে জানা গেছে।

মেহেরপুর শহরের জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এণ্ড কলেজে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক মিলে প্রায় দেড় হাজার শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে। সকাল ৭ টা থেকে শিফট ভিত্তিতে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত শ্রেণী পাঠদান চালানো হয়। শিক্ষার্থীদের কষ্ট বুঝতে পেরেও জেলা শিক্ষা অফিস থেকে কোন নির্দেশনা না দেওয়ায় তারা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে পারছে না। একই অবস্থা জেলার অন্যান্য বিদ্যালয়গুলোরও।

ওই প্রতিষ্ঠানের উপাধাক্ষ সামসুর রহমান টুটুল জানান, অতিরিক্ত শীতে শিক্ষার্থীদের কষ্ট হচ্ছে। তবুও জেলা শিক্ষা অফিস থেকে কোন নির্দেশনা না দেওয়ায় ছুটি দেওয়া যাচ্ছে না।

এ বিষয়ে কথা বলার জন্য মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিনের সাথে কথা বলা সম্ভব হয়নি। মুঠোফোনে বেশ কয়েকবার কল দিলেও তিনি কল ধরেননি।

মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্বাস উদ্দিন বলেন, ‘সকালে মোবাইল এপসে তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস দেখানোতে বিষয়টি আমরা জেলা প্রশাসকের অবহিত করি। জেলা প্রশাসকের পরামর্শে বিদ্যালয় খোলা রাখা হয়। তবে কিছু জায়গায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চলছে, সেক্ষেত্রে বেলা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি সাপেক্ষে দেরিতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে প্রকাশ্য দিবালোকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চুরি

মেহেরপুর শহরের কাথুলি বাসস্টান্ডে একটি সারের দোকান থেকে ৫৩ হাজার টাকা চুরির ঘটনা ঘটেছে। প্রকাশ্য দিবালোকে এই চুরির ঘটনাটি ঘটেছে।

বুধবার (১৭ জানুয়ারি) দুপুরে কাথুলি বাসস্টান্ড এলাকায় সাব্বির টেডার্স নামে সারের দোকানে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সাব্বির টেডার্সের স্বত্বাধিকারী

রমজান আলী ওজু করতে কয়েক মিনিটের জন্য তার দোকান সংলগ্ন বাড়িতে গেলে,চুরির ঘটনাটি ঘটে। ওজু শেষে দোকানে এসে রমজান আলী তার দোকানের ক্যাশের ড্রয়ার ভাঙ্গা দেখতে পায়।

রমজান আলী বলেন, ইতোপূর্বেও তার দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছিল। পরে তিনি দোকানে সি সি ক্যামেরা লাগিয়েছেন। এরপরেও চুরির ঘটনা ঘটাতে তিনি হতাশ হয়ে পড়েছেন।

পদ্মায় ফেরিডুবি: ৬ জনকে জীবিত উদ্ধার

মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌপথে রজনীগন্ধা নামে একটি ফেরি ডুবির ঘটনা ঘটেছে। নদীতে নোঙর করা অবস্থায় ফেরিটি ডুবে যায়। এখন পর্যন্ত ৬ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।

বুধবার (১৭ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে পদ্মায় আস্তে আস্তে ফেরিটি ডুবে যেতে থাকে। এসময় ফেরিতে থাকা যাত্রীদের চিৎকার শোনা যায় বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

দুর্ঘটনার পর ছয়জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। এখনো নিখোঁজ আছেন ফেরিটিতে থাকা অনেক যাত্রী। তাদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

দুর্ঘটনা সংবাদ পেয়ে শিবালয় থানা থেকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মী ও পুলিশ উদ্ধার কাজে যোগ দেয় বলে জানিয়েছেন শিবালয় থানার ফায়ার সার্ভিসের প্রধান মজিবুর রহমান।

তিনি বলেন, বাল্কহেডের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ৫ নম্বর ঘাট এলাকার কাছাকাছি রজনীগন্ধা নামে একটি ফেরি ডুবে গেছে।

মেহেরপুর পৌর কবরস্থান থেকে বাঁধানো কবর গায়েব!

মেহেরপুর পৌর কবরস্থান থেকে গায়েব হয়ে গেছে ৮৮ বছরের পুরাতন একটি পাকা কবর। ঘটনাটিতে এলাকায় তোলপাড় শুরু হয়েছে।

কবরস্থান একটি সংরক্ষিত এলাকা। এখানে কবর দিতে গেলেও অনুমতির প্রয়োজন হয়। কবর পাকা করতে গেলেও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি প্রয়োজন পড়ে। এমন একটি সংরক্ষিত স্থান থেকে রাতারাতি কবর গায়েব হয়ে যাওয়াতে সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। পাশাপাশি অনেকেই তাদের স্বজনদের বাঁধানো কবর নিয়েও শংকিত হয়ে পড়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, রাতারাতি গায়েব হয়ে যাওয়া কবরটি সুলতান উদ্দিন খাঁ’র ছিলো। সূদৃশ্য বাধানো কবরটি মেহেরপুর পৌর গোরস্তানের প্রাচীনতম কয়েকটি বাঁধানো কবরের একটি। সুলতান উদ্দিন খাঁ বৃটিশ শাসনামলে কাচারির নাজির ছিলেন। তার ছেলে গোলাম মোস্তফা খাঁ মেহেরপুর মহকুমার এসডিও অফিসের নাজির ও মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক ছিলেন।

কবর জিয়ারত করতে আসা মোঃ নাজিম ইকবাল বলেন, আমি ছোটবেলা থেকেই সুলতান উদ্দিন খাঁ’র সদৃশ্য বাঁধাই করা কবরটি দেখে আসছি। পাশেই আমার বাবা ও দাদার কবর। আজ কবর জিয়ারত করতে এসে পাশের বাঁধানো কবরটি দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হয়েছি। পরে জানতে পারলাম কেউ একজন কবরটি ভেঙে বাড়ি নিয়ে গেছে। আমার মতে যে এই কাজটি করেছে সে প্রকৃতই একজন নিকৃষ্ট ব্যক্তি।

মেহেরপুর পৌর গোরস্তানের কেয়ারটেকার মোঃ হারুন বলেন, কয়েকদিন আগে সুলতান উদ্দিন খাঁর দৌহিত্র কয়েকজন লোক সাথে করে এনে কবরটি ভেঙে ফেলে। পরবর্তীতে ধ্বংসাবশেষ ভ্যানে তুলে নিয়ে যায়। আমি বাধা দিতে গেলে বলে আত্মীয় স্বজনকে আমি সামলাবো। পরবর্তীতে আমি পৌর মেয়রের কাছে বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ দিয়েছি।

স্থানীয় একটি মসজিদের মুয়াজ্জিন ও ইসলামী বক্তা মোঃ রুহুল আমিন বলেন, কবর বাঁধানো নিয়ে নানা ভিন্ন মত আছে। তবে যে কবরটি বাধানো আছে সেটি নিশ্চিহ্ন করা কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের কাজ হতে পারে বলে আমার মনে হয় না। অপকর্মকরীকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া উচিত। এছাড়াও গোরস্থানের ভাব

গাম্ভীর্য বজায় রাখার জন্যও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

সুলতান উদ্দিন খাঁ’র দৌহিত্র অ্যাডভোকেট মোখলেসুর রহমান স্বপন বলেন, কাজটি যে করেছে, খুবই অন্যায় করেছে। এর বেশি আমি কিছু বলতে পারব না।

মেহেরপুর পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মন্জুরুল কবির রিপন বলেন, আমি কেয়ারটেকারের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি দিনের বেলাতেই কবরটি ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কে ভেঙেছে সে বিষয়টিও জানতে পেরেছি। আরও বিস্তারিত জেনে আগামীকাল আপনার সাথে কথা বলবো।

মেহেরপুর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং পৌরসভার প্যানেল মেয়র-২ নুরুল আশরাফ রাজিব বলেন, ‘ঘটনাটির সম্পূর্ণ দ্বায় সমগ্র পৌর পরিষদের উপরেই এসে পড়ে। আমরা সংরক্ষিত স্থানটির নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থ হয়েছি। যেখানে কবর দিতেই অনুমতির প্রয়োজন হয়, সেখান বিনা অনুমতিতে পাঁকা কবর ভেঙে নিয়ে যাওয়া এবং স্থানটিকে নিশ্চিহ্ন করার ঘটনাটি পৌর গোরস্থানের নিরাপত্তার ঘাটতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এটি অবশ্যই একটি অপরাধ।

সদর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আশরাফ বলেন, এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।